পরমেশ্বর ও
তাঁহাকে লাভের উপায়।

(অর্থাৎ বেদান্ত-দর্শন, উপনিষদ্, গীতা, মনুসংহিতা
ও সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহের সংক্ষিপ্ত
সরলসারসঙ্কলন)

শ্রীগোপীনাথ মিত্র
৩২ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩৪৪ সাল।

[মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ মিত্র,
৩২ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা
জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

ভূমিকা

ব্রহ্মবিদ্যা বা মোক্ষশাস্ত্র বলিতে স্থূলতঃ বেদান্ত-দর্শন, উপনিষদ্ ও গীতা বুঝায় ; ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে স্মৃতি বুঝায় ; মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি ; আচার্য্য শঙ্কর "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে" বেদান্ত সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব জানিতে হইলে, উক্ত গ্রন্থ কয়খানি অধ্যয়ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তক পাঠে যদি একজনও উপকৃত বোধ করেন তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

এ সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ অনুধাবন যোগ্য ; প্রথম—দ্বৈত অদ্বৈত মতবাদ ;—আমরা দ্বৈতে অবস্থিত ; সুতরাং সমস্ত সাধনাই দ্বৈতভাবে করিতে হয় এবং এই সাধনা করিতে করিতেই ইহার ফলস্বরূপ চরমতত্ত্ব অদ্বৈত স্বতঃই পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয়—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মসাধনবাদ —বস্তুজ্ঞান না হইলে তাহাতে ভক্তি হয় না ; এবং ভক্তি না হইলে তাহাতে একাগ্রতা বা তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এ সমস্তই পরস্পর সাপেক্ষ। তবে শাস্ত্র অধিকারী ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন মার্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এবং যিনিই যে পথে যান সকলেই শেষ এক চরম সত্যেই উপনীত হইবেন ইহাও ধ্রুব নিশ্চয়।

খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী এম, এ, পি, আর, এস, বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না।

বেদান্ত-দর্শন

১। যে সমস্ত বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই সমস্ত বিষয়েই আমরা অনুমান করিতে পারি। জগৎ-কারণ সম্বন্ধে শ্রুতি অর্থাৎ আপ্ত বাক্যই প্রমাণস্বরূপে আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়।

২। শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র যথার্থ সত্য বস্তু ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহাকে সৎ-চিৎ-আনন্দ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাঁকেই পরমার্থ সত্য বা নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়।

৩। ইহাঁরই অনির্ব্বাচ্য শক্তি মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ব্রহ্মে যখন মায়ার সংশ্লেষ আদৌ থাকে না তখনই তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়, তখনই তিনি কেবল, সচ্চিদানন্দ।

৪। মায়া-শবল (নানাবর্ণযুক্ত) হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। তখনই তিনি মায়াধীশ, কারণ ব্রহ্ম, জগৎ কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। ইনিও পরমার্থ সত্য নন, মিথ্যা অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য মাত্র।

৫। এই সগুণ ব্রহ্ম মায়ার প্রভাবে ক্রমশঃ মায়াধীন জীবরূপে প্রতীয়মান হন আর তাঁহার অনির্ব্বাচ্য শক্তির পরিণামই জড় জগৎ। ইহাকেই শাস্ত্রে সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

৬। এখানে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মই সৃষ্টি ব্যাপারে একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু এরূপ বলাও ঠিক নয়, কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম কস্মিন্‌কালে সগুণ ব্রহ্ম, জীব ও জড়রূপে পরিণত হন না। স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও মায়া-প্রভাবে ঐরূপ প্রতিভাত হন মাত্র।

৭। ইহা ঠিক রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায়। অজ্ঞান প্রভাবে রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইলেও রজ্জু যাহা তাহাই থাকে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাকে "বিবর্ত্ত" বলে; যেমন ইন্দ্রজাল, গন্ধর্ব্বনগর, ইত্যাদি।

৮। সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূত রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে সর্পভ্রান্তি দূর হয়, সেইরূপ জগদ্‌ভ্রমের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান হইলে সগুণ ব্রহ্ম-জীব-জড়-জ্ঞান কাটিয়া গিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম স্বস্বরূপে প্রকাশ পান।

৯। জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ও ভূমা। কিন্তু অজ্ঞান-প্রভাবে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য, অজ্ঞান, দুঃখময় এবং ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হ'ন।

১০। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীবের নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

১১। জ্ঞান বিশুদ্ধ চিত্তেই বিকাশিত হয়। এই চিত্তশুদ্ধিও আবার নিত্যকর্ম্ম, তপস্যা, শাস্ত্রার্থ বিচার ও ভগবদারাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়।

১২। মোটকথা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনই মোক্ষলাভের হেতু। প্রথমতঃ শাস্ত্র হইতে গুরুমুখে আমি ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বকথা শুনিতে হয়; তারপর বিচার দ্বারা ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হয়; অনন্তর নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান দ্বারা এই ভাব আপনাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তবেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হইয়া থাকে।

১৩। শূন্য জগত কারণ হইতে পারে না; কারণ "কিছু-না" হইতে "কিছু"র উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। ধ্যানযোগে যদি কেহ শূন্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন তথাপি সে সময়ে তাঁহার আত্মার অস্তিত্ব ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কারণ নিঃসাক্ষিক শূন্যের অস্তিত্ব

কদাচ সম্ভব নহে। একমাত্র স্বপ্রকাশ আত্মাই সর্ব্বকালে স্থিতিশীল; অতএব আত্মাই আদি কারণ।

১৪। চেতন-নিরপেক্ষ জড়কে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। চেতনই অজ্ঞান-প্রভাবে জড়রূপে প্রতিভাত হয়। চেতনই জগৎ-কারণ। চেতনই আমাদের মূল উপলব্ধি। উহারই মধ্য দিয়া জড়ের অবান্তর উপলব্ধি; সুতরাং জড় জগৎ কারণ হইতে পারে না। চেতনই জগৎ-কারণ। জড়ের পক্ষে বিচিত্র সৃষ্টি রচনা অসম্ভব।

১৫। ঈশ্বরও আদি কারণ নন। তিনিও ব্যাবহারিক সৃষ্টিকর্ত্তা, কর্ম্মফল-দাতা এবং আদি-অন্তবান্। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এক বিশেষ সৃষ্টির প্রভুমাত্র। তাঁহাকে আদি কারণ বলিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী বলিতে হয়।

১৬। জাগ্রদবস্থায় মন ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্য জগৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও বাহ্য জগৎ থাকে না। একমাত্র মনই সংস্কারানুরূপ সৃষ্টি ও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

১৭। সুষুপ্তিতে মনেরও ক্রিয়া থাকে না। একমাত্র আত্মাই থাকেন তবে অজ্ঞানাচ্ছন্নরূপে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না। কিন্তু সমাধিযোগে জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান তিরোহিত হইলে তুরীয় অবস্থায় আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

১৮। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আত্মা জাগ্রৎ ওস্বপ্নাবস্থায় দেহ মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইয়াই সুখ দুঃখ ভোগ করেন আবার সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় উপাধি বিযুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন। তবে সুষুপ্তিতেও পূর্ণভাবে উপাধিবিলয় ঘটে না; মাত্র অজ্ঞানই উপাধিরূপে তখন বর্ত্তমান থাকে।

১৯। সংসারাসক্তিই আমাদের বন্ধের ও দুঃখের কারণ। উহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া উহাতে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া নিষ্কামকর্ম্ম-উপাসনা-জ্ঞান ও যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করাই একমাত্র মোক্ষলাভের হেতু।

২০। আমি ব্রহ্ম; সমস্ত জীব, জড় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই; আমাতে ব্রহ্মে এবং ব্রহ্মে আমাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। আমি সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, ভূমা, কূটস্থ, শাশ্বত ও নির্ভয়। এই জ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান। ইহাই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ ও পরমপদ। ইহার বিপরীত দ্বৈতজ্ঞান। ইহার অণুপরিমাণও শোক-মোহ-ভয় ও দুঃখের হেতু। অতএব, সর্ব্বতোভাবে দ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অদ্বৈতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হও।

উপনিষৎ

ঈশোপনিষৎ

১। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

জগত্যাং (পৃথিবীর) যৎকিঞ্চ (যা কিছু) জগৎ (নশ্বর পদার্থ) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত) ঈশাবাস্যং (পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত) তেন (সেইজন্য) ত্যক্তেন (ত্যাগ দ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (আত্মোপলব্ধিকর) কস্যস্বিৎ (কাহারও) ধনং মা গৃধঃ (ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না)।

রজ্জুসর্পের ন্যায় এই জগৎ পরমেশ্বরে কল্পিত, সুতরাং ইহাতে আসক্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

২। কুর্ব্বন্নেবেহকর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ।
এবংত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্ম্মাণিকুর্ব্বন্‌এব (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়াই) ইহ শতংসমাঃ জিজীবিষেৎ (এই লোকে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে) এবং ত্বয়ি নরে (এই প্রকার তোমার ন্যায় মনুষ্যের) ইতঃ অন্যথা ন অস্তি (ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই) কর্ম্ম ন লিপ্যতে (যাহাতে কর্ম্ম (তোমাতে) না লিপ্ত হইতে পারে)।

কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়াই জীবন যাপন করিবেন। দেহাভিমানীর অসৎকর্ম্মের হাত এড়াইবার ইহা ছাড়া অপর কোন উপায় নাই।

৩। অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

অসূর্য্যাঃনাম (অসুর-ভোগ্য প্রসিদ্ধ) অন্ধেন তমসাবৃতাঃ (অন্ধ তমসাচ্ছন্ন) তে লোকাঃ (যে সমস্ত লোক) যে কে আত্মহনঃ চ (যে কেহ আত্মজ্ঞান বিমুখ (অতএব) আত্মঘাতী সকলে) তে প্রেত্য (তাহারা মরণান্তে) তান্ অভিগচ্ছন্তি (সেই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়)।

আত্মজ্ঞান বিমুখ সকলেই মৃত্যুর পর অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসুরলোক প্রাপ্ত হয়।

৭। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যস্মিন্ (যে সময়) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত বস্তু) আত্মা এব অভূৎ (আত্মভূত হয়) বিজানতঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ (জ্ঞানী একত্ব দ্রষ্টার) তত্র (সে সময়) কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ (শোকই কি মোহই বা কি)?

যে সময় সর্ব্বভূত আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী-জ্ঞানীর শোক মোহ কিছুই থাকে না।

কেনোপনিষৎ

১। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

মনঃ কেন ইষিতম্ (মন কাহার ইচ্ছায়) প্রেষিতং (প্রেরিত হইয়া)

পততি (স্ববিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে অর্থাৎ মনন করিতেছে) কেন যুক্তঃ (কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া) প্রথমঃ প্রাণঃ প্রৈতি (শ্রেষ্ঠ প্রাণবায়ু স্বব্যাপারাভিমুখে গমন করিতেছে অর্থাৎ প্রাণন করিতেছে) কেন ইষিতাং বাচম্ইমাং বদন্তি (কাহার ইচ্ছায় (লোকেরা) বাক্য সকল উচ্চারণ করিতেছে) চক্ষুঃ শ্রোত্রং কঃ উ দেবঃ যুনক্তি (চক্ষু ও কর্ণকে কোন্ দেবতাই বা নিযুক্ত করিতেছেন) ।

মন কাহার ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিজ কার্য্য করিতেছে, শ্রেষ্ঠ প্রাণ কাহার ইচ্ছায় প্রাণন কার্য্য করিতেছে, কাহার ইচ্ছায় বাক্য সকল উচ্চারিত হইতেছে, চক্ষু ও কর্ণকে কোন্ দেবতাই বা স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন।

২। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোযদ্-
বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্যধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥

যৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (যিনি কর্ণেরও কর্ণ) মনসঃ মনঃ (মনেরও মন) বাচঃ হ বাচং (বাক্যেরও বাক্য) সঃ উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (সেই প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু) অতিমুচ্য (ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া) ধীরাঃ (জ্ঞানিগণ) অস্মাৎলোকাৎপ্রেত্য (ইহ-লোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমৃতত্ব লাভ করেন)।

যিনি কর্ণের কর্ণ মনের মন বাক্যের বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, ধীর ব্যক্তিগণ (তাঁহাকে জানিয়া) ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহসংসার হইতে প্রয়াণের পর অমৃতত্বরূপ মোক্ষলাভ করেন।

১৩। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥

ইহ চেৎ অবেদীৎ (ইহলোকে যদি আত্মজ্ঞান হয়) অথ সত্যং অস্তি (তাহা হইলে পরমার্থলাভ হয়) ইহ চেৎ ন অবেদীৎ (এই জীবনে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়) মহতী বিনষ্টিঃ (মহান্ অনিষ্ট) ধীরাঃ ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য (প্রত্যেক ভূতে ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর) অমৃতাঃ ভবন্তি (মোক্ষলাভ করেন)।

ইহলোকে যিনি আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনিই মোক্ষলাভ করেন, যিনি জানিতে পারেন না তিনি মহানর্থকর (সংসারগতি) লাভ করেন। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক ভূতে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর মোক্ষলাভ করেন।

কঠোপনিষৎ

২৬। শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে॥

অন্তক (যম) শ্বোভাবাঃ (আগামী কল্য থাকিবে কি না এই প্রকার) মর্ত্ত্যস্য (মনুষ্যের) যদেতৎ (যে এই সমস্ত) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি) জরয়ন্তি (জীর্ণ করে) সর্ব্বম্ অপি জীবিতম্ অল্পমেব

(সমস্ত পরমায়ুই অতি সামান্য) বাহাঃ (অশ্বরথাদি) তবৈব (আপনারই থাক) নৃত্য-গীতে চ তব (নাচ গানও আপনার থাক)।

জগতের ভোগ্য বস্তু সকল ক্ষণবিধ্বংসী অধিকন্তু এ সমস্ত মনুষ্যের ইন্দ্রিয়শক্তিকেও শিথিল করে। এবং মর্ত্ত্যের সমস্ত পরমায়ুই অল্পস্থায়ী। সুতরাং এই সমস্ত অশ্বরথ ও নৃত্য-গীত আপনারই থাকুক (অর্থাৎ এ সকলে আমার আদৌ আকাঙ্ক্ষা নাই)।

৩৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ (অজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়াও) স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে) দন্দ্রম্যমাণাঃ মূঢ়াঃ (কুটিল পথগামী মূর্খেরা) অন্ধেন এব নীয়মানাঃঅন্ধাঃ যথা (অন্ধ পরিচালিত অন্ধের ন্যায়) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করিয়া থাকে)।

অজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়াও যাহারা আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই কুটিল পথগামী মূর্খেরা অন্ধ পরিচালিত অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়—(শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারে না)।

৩৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

সাম্পরায়ঃ (পরলোক সাধন বা চিন্তা) বালং (বালকবৎ অবিবেকী) বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (ধনলোভ মুগ্ধ) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদগ্রস্ত) প্রতি ন ভাতি

(প্রতিভাত হয় না) অয়ং লোকঃ (এই লোকই আছে) পরঃ ন অস্তি ইতি মানী (পরলোক নাই এইরূপ যাহাদের অভিমান) পুনঃ পুনঃ বশং আপদ্যতে মে (পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়)।

যাহারা বালকের ন্যায় বিবেকহীন প্রমাদগ্রস্ত ও ধনলোভমুগ্ধ তাহাদের নিকট পরলোক চিন্তা প্রতিভাত হয় না। ইহলোক আছে, পরলোক নাই— এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিরাই পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।

৪১। তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি॥

দুর্দ্দর্শং (দুর্বিজ্ঞেয়) গূঢ়ম্ (অব্যক্ত) অনুপ্রবিষ্টং (সর্ব্বভূতস্থ) গুহাহিতং (বুদ্ধি গুহায় অবস্থিত) গহ্বরেষ্টং (অনর্থ সমাকুল দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত) পুরাণং তং দেবং (সনাতন সেই দ্যোতমান স্বপ্রকাশ আত্মাকে) অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন (আত্ম সমাধিদ্বারা) মত্বা (জানিয়া) ধীরো হর্ষ শোকৌজহাতি (ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক অতিক্রম করেন)।

দুর্বিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, সর্ব্বভূতস্থ, বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত, অনর্থ সমাকুল দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত, সনাতন সেই স্বপ্রকাশ (আত্মাকে) আত্মসমাধিদ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করেন।

৪৪। সর্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

সর্ব্বে বেদাঃ (সমস্ত উপনিষৎ সকল) যৎ পদং আমনন্তি (যাহা প্রাপ্তব্য

নির্দ্দেশ করেন) সর্ব্বাণি তপাংসি চ (সমস্ত তপস্যাও) যৎ বদন্তি (যে জন্য বিহিত) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাহার ইচ্ছায়) ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন) তৎপদং (সেই পদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ ব্রবীমি (সংক্ষেপে বলিতেছি) ওঁ ইতি এতৎ (ওঁই সেই পদ)।

সমস্ত উপনিষৎ সকল যাহা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সমস্ত তপস্যা যে জন্য বিহিত, যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হয়, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি ওঁই সেই (পদ)।

৪৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ॥

এতৎ এব অক্ষরং হি (এই ওঙ্কারই) ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) এতৎ এব হি অক্ষরং (এই ওঙ্কারই) পরং (পরব্রহ্ম) এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা (এই ওঙ্কারই জানিয়া) যঃ যৎ ইচ্ছতি (যে যাহা ইচ্ছা করে) তস্যতৎ (তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়)।

এই ওঙ্কারই অপর ব্রহ্ম, ইহাই পরব্রহ্ম, এই ওঙ্কারকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই সিদ্ধ হয়।

৪৯। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

অণোরণীয়ান্ (সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর) মহতো মহীয়ান্ (মহৎ হইতে মহত্তর) আত্মা অস্য জন্তোঃ (আত্মা সকল প্রাণিগণের) গুহায়াং নিহিতঃ (হৃদয়ে অবস্থিত) অক্রতুঃ (নিষ্কাম) বীতশোকঃ (শোক রহিত)

ধাতুপ্রসাদাৎ (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা) আত্মনঃ তং মহিমানং (আত্মার সেই মাহাত্ম্য) পশ্যতি (উপলব্ধি করে)।

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতে মহত্তর আত্মা সকল প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত। নিষ্কাম ও শোক রহিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মার সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

৫২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতেতনূং স্বাম্ ॥

অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) ন প্রবচনেন লভ্যো (শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা লাভ করা যায় না) ন মেধয়া (ধারণা শক্তি দ্বারা নয়) ন বহুনা শ্রুতেন (বহুশাস্ত্র-শ্রবণদ্বারাও নয়) এষঃ যম্ এব বৃণুতে (এই আত্মা যাঁহার প্রতি কৃপা করেন) তেনৈব লভ্যো (তিনিই লাভ করিতে পারেন) এষ আত্মা (এই আত্মা) স্বাংতনূং (নিজ স্বরূপ) তস্য (তাঁহার নিকট) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)।

এই আত্মা শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধারণাশক্তি বা বহু শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা লভ্য নন। পরন্তু ইনি যাঁহার প্রতি কৃপা করেন তিনিই লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা তাঁহার নিকটই স্বস্বরূপ প্রকট করেন।

৫৩। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ ন (যিনি পাপ কার্য্য হইতে অবিরত তিনি নহেন) অশান্তঃ ন (যিনি অসংযতেন্দ্রিয় তিনি নহেন) অসমাহিতঃ ন (যিনি বিক্ষিপ্ত চিত্ত তিনি নহেন,) অশান্তমানসঃ (যিনি অশান্তচিত্ত অর্থাৎ ভোগস্পৃহাযুক্ত

তিনিও নহেন ;) প্রজ্ঞানেন এনম্ আপ্নুয়াৎ (কিন্তু প্রাগুক্ত দোষরহিত ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ইঁহাকে পায়)।

যিনি পাপকার্য্য হইতে বিরত নন, সংযতেন্দ্রিয় নন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবং ভোগস্পৃহা-যুক্ত, এরূপ ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই (আত্মাকে) জানিতে পারেন না। অথবা পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্তগণ কেহই এই আত্মাকে জানিতে পারেন না। পক্ষান্তরে (পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিত ব্যক্তি) প্রজ্ঞানের দ্বারাই এই (আত্মাকে) প্রাপ্ত হন।

৬৩। বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

যঃ নরঃ বিজ্ঞান সারথিঃ (বিবেকসম্পন্নবুদ্ধি যাঁহার সারথি) মনঃ-প্রগ্রহবান্ (মন যাঁহার ইন্দ্রিয় সংযমন রজ্জু) স অধ্বনঃপারং (তিনি সংসার গতির অবসান) বিষ্ণোঃ তৎ পরমং পদং আপ্নোতি (বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন)

বিবেক সম্পন্ন বুদ্ধি যাঁহার পরিচালক, মন যাঁহার ইন্দ্রিয় সংযমন সমর্থ, তিনিই সংসার গতির অবসান সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

৬৮। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (উঠ জাগ) বরান্ প্রাপ্য নিবোধত (শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে গমন করিয়া জ্ঞানলাভ কর) কবয়ঃ তৎ পথঃ (পণ্ডিতগণ সেই পথকে) দুরত্যয়া নিশিতা ক্ষুরস্য ধারা দুর্গং বদন্তি (দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন)।

উঠ, জাগ,' শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে গমন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতগণ এই পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন।

৬৯। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ং (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও বিকার রহিত) তথা অরসং নিত্যম্ অগন্ধবৎ (রস, জন্ম, মৃত্যু ও গন্ধ হীন) অনাদি অনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং (আদি, অন্তহীন, হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ সনাতন) তং নিচায্য (তাঁহাকে জানিয়া) মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে (সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ হীন জন্ম, মৃত্যু, আদি, অন্ত হীন হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত সেই পরমাত্মাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়।

৭৮। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

বশী যঃ একঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বভূতাত্মা যিনি এক হইয়াও) একং রূপং বহুধা করোতি (স্বীয় একটি রূপকে বহু প্রকার করেন) আত্মস্থং তম্ যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি (নিজ নিজ বুদ্ধিতে সেই আত্মাকে যে বিবেকিগণ দর্শন করেন) তেষাং শাশ্বতং সুখং ইতরেষাং ন (তাঁহাদেরই নিত্যসুখ অপরের নহে)।

সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বভূতাত্মা, এক হইয়াও যিনি নিজ একটি রূপকে বহু প্রকার করেন, নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে বিবেকিগণ দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখ লাভ করেন, অপরের হয় না।

১০১। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

তত্র সূর্য্যঃ ন ভাতি চন্দ্র তারকং ন (সেই আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, কেহই প্রকাশ করিতে পারে না) ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ (এই বিদ্যুৎ সকলও নয় অগ্নি কি করিবে) ভান্তং তম্ এব অনু সর্ব্বং ভাতি (তিনি প্রকাশিত হইলে পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়) ইদং সর্ব্বং তস্য ভাসা বিভাতি (এই সমস্ত তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান)।

সেই আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, কেহই প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎও নয়, অগ্নি আর কি করিবে? তিনি প্রকাশিত হইলে (তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া) পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্।

১১২। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

ইহাঁরই ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য তাপ দিতেছেন এবং ইহাঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম যম ধাবিত হইতেছেন অর্থাৎ (স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন) করিতেছেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ

১৯। ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

ইষ্টা পূর্ত্তং (ইষ্টাপূর্ত্তাদি শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম) বরিষ্ঠং মন্যমানাঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে) অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে (অপর শ্রেয় জানে না) তে সুকৃতে নাকস্য পৃষ্ঠে অনুভূত্বা (তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া) ইমং লোকং হীনতরং বা আবিশন্তি (এই লোক অথবা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে।

যে সকল অতি মূঢ় ব্যক্তি ইষ্টাপূর্ত্তাদি শ্রুতি, স্মৃতি বিহিত কর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করে এবং ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয় আছে বলিয়া জানে না তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া এই লোকে অথবা ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে।

২০। তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥

যেহি শান্তাঃ ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ অরণ্যে (যে সমস্ত বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অরণ্যে বাস করেন) বিদ্বাংসঃ তপঃশ্রদ্ধে উপ-বসন্তি (জ্ঞানী গৃহস্থ যাঁহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধার উপাসনা করেন) তে বিরজাঃ (তাঁহারা রজরহিত হইয়া) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরায়ণ পথে) যত্র হি সঃ

অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষঃ প্রয়ান্তি (যেখানে সেই সনাতন হিরণ্যগর্ভ আছেন সেইখানে যান)

যে সমস্ত বানপ্রস্থআশ্রমী ও সন্ন্যাসী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অরণ্যে বাস করেন এবং যে সমস্ত জ্ঞানী গৃহস্থ তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করিয়া থাকেন তাঁহারা রজোগুণ বিমুক্ত হইয়া সূর্য্যালোকিত পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।—যথায় সেই অব্যয়াত্মা অমৃত-পুরুষ বর্ত্তমান আছেন।

২৬। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

অস্য অগ্নিঃ মূর্দ্ধা (স্বর্গ ইহাঁর মস্তক) চন্দ্র সূর্য্যৌ চক্ষুষী (চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু) দিশঃ শ্রোত্রে (দিক সকল কর্ণদ্বয়) বেদাঃ চ বাগ্‌বিবৃতা (বেদ সকল বাগিন্দ্রিয়) বায়ুঃ প্রাণঃ (বায়ু প্রাণ) বিশ্বং হৃদয়ং (জগৎ বক্ষঃ) পদ্ভ্যাং পৃথিবী (পদদ্বয় পৃথিবী) এবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা)

স্বর্গ তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ সকল কর্ণদ্বয়, বেদ সকল বাগিন্দ্রিয়, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব বক্ষঃ, পৃথিবী পদদ্বয়, ইনিই সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা।

৩০। যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চসর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মান-
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

দ্যৌঃ পৃথিবী অন্তরিক্ষং চ (স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ) মনঃসহ সর্ব্বৈ প্রাণৈঃ চ (মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গ) যস্মিন্ ওতং (যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত)

তম্ এব একং আত্মানং জানথ (সেই এক আত্মাকে অবগত হও) অন্যাঃবাচঃ বিমুঞ্চথ (অপর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর) এষঃ অমৃতস্য সেতুঃ (ইনিই মোক্ষলাভের উপায়)।

স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অপর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর ; ইনিই মোক্ষের সেতু।

৪১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে (সেই কারণ কার্য্যরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে) অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে (দ্রষ্টার অবিদ্যা সংস্কার নাশ প্রাপ্ত হয়) সর্ব্ব সংশয়াঃ ছিদ্যন্তে (সমস্ত সংশয় দূর হয়) কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে (সুকৃত, দুষ্কৃত নষ্ট হয়)

সেই কারণ কার্য্যরূপ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার অবিদ্যা সংস্কার নাশ প্রাপ্ত হয়, সমস্ত সন্দেহ দূর হয়. ও কর্ম্ম প্রক্ষীণ হইয়া যায়।

৪৭। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

যদা পশ্যঃ (যে সময় দ্রষ্টা) রুক্মবর্ণং কর্ত্তারং ব্রহ্মযোনিং ঈশং পুরুষং পশ্যতে (জ্যোতির্ম্ময় জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার ও উৎপাদক প্রভু পরমেশ্বরকে দর্শন করেন) তদা বিদ্বান্ (সে সময় জ্ঞানী) পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ (পাপ পুণ্যের অতীত ও নির্লেপ হইয়া) পরমং সাম্যম্ উপৈতি (সম্পূর্ণ অভেদ ভাব প্রাপ্ত হন)

দ্রষ্টা সাধক যে সময় জ্যোতির্ম্ময় জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মারও উৎপাদক প্রভু

পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, সে সময় জ্ঞানী পাপপুণ্যের অতীত ও নির্লেপ হইয়া সম্পূর্ণ অভেদভাব প্রাপ্ত হন।

৪৯। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

এষঃ হি জ্যোতির্ম্ময়ঃ শুভ্রঃ আত্মা (এই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মা) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে) নিত্যং সত্যেন তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সম্যগ্ জ্ঞানেন চ লভ্যঃ (সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায়) যং ক্ষীণ দোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি (প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন)

এই জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ আত্মাকে হৃদয়ে সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যও আত্মজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায়, যাঁহাকে প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসিগণ দর্শন করেন।

৬৩। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

স্যন্দমানাঃ নদ্যঃ যথা (বেগবতী নদী সকল যেমন) নামরূপে বিহায় সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি (নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়) তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ (সেইরূপ জ্ঞানী নামরূপ হারাইয়া) পরাৎপরং দিব্যম্ পুরুষং উপৈতি (পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন)

বেগবতী নদী সকল যেমন নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে বিলীন হয় জ্ঞানী

ব্যক্তিও সেইরূপ নামরূপাত্মক উপাধি বিগমে পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

১৬। অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

অনাদি মায়য়া সুপ্তঃ জীবঃ (অনাদি মায়া বশে নিদ্রিত জীব) যদা প্রবুধ্যতে (যখন জ্ঞানলাভ করে) তদা অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে (তখন জন্মরহিত, নিদ্রা, স্বপ্ন বর্জ্জিত, দ্বৈত রহিত বুঝিতে পারে)

অনাদি মায়ামুগ্ধ জীব যখন জ্ঞানলাভ করে, তখন জন্মরহিত, নিদ্রা, স্বপ্নবর্জ্জিত, অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে।

২৫। যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

প্রণবে চেতঃ যুঞ্জীত (ওঙ্কারে মন সমাহিত কর) প্রণবঃ নির্ভয়ং ব্রহ্ম (ওঙ্কার অভয়ব্রহ্ম স্বরূপ) প্রণবে নিত্য যুক্তস্য (ওঙ্কারে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির) ক্বচিৎভয়ং ন বিদ্যতে (কুত্রাপি ভয় থাকে না)।

ওঙ্কারে মন সমাহিত কর; ওঙ্কার অভয়ব্রহ্ম স্বরূপ। ওঙ্কারে নিত্য সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির কুত্রাপি ভয় থাকে না।

৬০। স্বপ্নমায়ে যথাদৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা (স্বপ্নে মায়াতে বা গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখা যায়) ইদং বিশ্বং বিচক্ষণৈঃ বেদান্তেষু তথা দৃষ্টং (এই জগৎ পণ্ডিতগণ বেদান্তে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন)

স্বপ্নে ও মায়াতে যেরূপ দর্শন হয়, এবং গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখা যায়, এই জগৎও পণ্ডিতগণ বেদান্তে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন।

৭৫। যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ॥

বালানাং গগনং যথা মলৈঃ মলিনং ভবতি (বালকদিগের যেমন আকাশকে মলমলিন বোধ হয়), তথা অবুদ্ধানাং আত্মাপি মলৈঃ মলিনঃ ভবতি (অজ্ঞানীর নিকট আত্মাও সেইরূপ মলমলিন বোধ হয়)

(পরিপক্ক বোধশক্তি হীন) বালকগণ যেমন আকাশকে মলমলিন মনে করে, অজ্ঞানিগণ আত্মাকেও সেইরূপ মলমলিন বোধ করে।

৯৮। মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসোহ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥

দৃশ্যম্ ইদং সচরাচরং যৎকিঞ্চিৎ দ্বৈতং মনঃ (দৃশ্যমান চরাচর যা কিছু দ্বৈত মনঃস্বরূপ) হি মনসঃ অমনীভাবে দ্বৈতং ন এব উপলভ্যতে (মন অমন হইলে দ্বৈতোপলব্ধি হয় না)

দৃশ্যমান চরাচর যা কিছু দ্বৈত সমস্তই মনঃস্বরূপ, কারণ মনের বৃত্তি নিরোধ হইলে দ্বৈতোপলব্ধি হয় না।

১১০। দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈবতু পশ্যতি॥

সর্ব্বং দুঃখং অনুস্মৃত্য (সমস্ত দ্বৈত দুঃখময় স্মরণ করিয়া) কামভোগাৎ নিবর্ত্তয়েৎ (বিষয় ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত হইবে) সর্ব্বং অজং অনুস্মৃত্যতু (সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ স্মরণ করিয়া) জাতং ন এব পশ্যতি (উৎপন্ন দ্বৈতদর্শন করিও না।)

সমস্ত দ্বৈত পদার্থ দুঃখ মিশ্রিত স্মরণ রাখিয়া কাম্য বিষয় ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত হইবে এবং সমস্তই জন্মাদিবিহীন ব্রহ্মস্বরূপ স্মরণ রাখিয়া দ্বৈত দর্শন করিও না।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

৪১। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।

যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়) জাতানি যেন জীবন্তি (উৎপন্ন ভূতবর্গ যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে) প্রয়ন্তি যৎ অভিসংবিশন্তি (বিনাশ কালেও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়) তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তৎব্রহ্ম ইতি (তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম) যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর; তিনিই ব্রহ্ম।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৪৫। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্যভবতি; স ক্রতুং

খলু তজ্জলান্ সর্ব্বং ব্রহ্ম ইতি (যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত এবং ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ) শান্তঃ উপাসীত (সমাহিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য) অথ খলু পুরুষঃ ক্রতুময়ঃ (যেহেতু

পুরুষ সংকল্পবান্) পুরুষঃ অস্মিন্‌লোকে যথাক্রতুঃ ভবতি (পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পবান্ হয়) ইতঃ প্রেত্য তথা ভবতি (এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে) সঃ ক্রতুং কুর্ব্বীত (সেই পুরুষ উত্তম সংকল্প করিবে)।

যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত এবং ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব শান্তচিত্তে তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। (যেহেতু পুরুষ স্বভাবতঃ সংকল্পবান্।) ইহলোকে পুরুষ যেরূপ সংকল্প বান্ হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে ; অতএব (উত্তম) সংকল্প করিবে।

৫১৯। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পেসুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

যঃ বৈ ভূমা তৎ সুখং (যাহা অনন্ত তাহাই সুখ) অল্পে সুখং ন অস্তি (পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই) ভূমা এব সুখম্ (ভূমাই সুখস্বরূপ) ভূমা এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি (ভূমাই জিজ্ঞাসা করা উচিত)

যাহা অনন্ত তাহাই সুখ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই ; অনন্তই সুখস্বরূপ ; অনন্তকেই জানা উচিত।

৫২২। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি।

সঃ এব অধস্তাৎ (সেই নিম্নে) সঃ উপরিষ্টাৎ (সেই উপরে) সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ (সেই পিছনে ও অগ্রে) সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ (সেই দক্ষিণে ও বামে) সঃ এব ইদং সর্ব্বং (সেই এই সমস্ত জগৎ)

সেই নিম্নে, উপরে, পশ্চাতে, অগ্রে, দক্ষিণে, উত্তরে ; সেই এই সমস্ত (জগৎ)।

৫৬০। য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বে-
ষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চলোকানাপ্নোতি
সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতিহ
প্রজাপতিরুবাচ।

যঃ আত্মা অপহতপাপ্মাবিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ (যে আত্মা নিষ্পাপ, জরা, মরণ রহিত দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা বর্জ্জিত সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প) সঃ অন্বেষ্টব্যঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (তাহারই অনুসন্ধানও জানা উচিত) সঃ সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বান্ কামান্ আপ্নোতি (তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগপ্রাপ্ত হন) যঃ তং আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি (যিনি সেই আত্মাকে জানিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন) ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ (ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন)

যে আত্মা নিষ্পাপ, জরা মরণ-দুঃখ-ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত, অমোঘ ইচ্ছা ও সঙ্কল্প যুক্ত, তাঁহারই অনুসন্ধান করা ও তাঁহাকেই জানা উচিত। যিনি তাঁহাকে জানিয়া উপলব্ধি করেন তিনি সমস্ত লোক ও ভোগপ্রাপ্ত হন, ইহা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

৪৫। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

তৎ এতৎ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ প্রেয়ঃ (সেই আত্মা পুত্র ধন ও অপর সমস্ত অপেক্ষা প্রিয়) যৎ অয়ং অন্তরতরং আত্মা (যেহেতু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত)

যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম এই আত্মা অতএব, ইহা পুত্র, বিত্ত ও অপর সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

১০০। স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেব মেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানিব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণাঃ বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।

সঃ উর্ণনাভিঃ যথা তন্তুনা উচ্চরেৎ (সেই মাকড়শা যেমন নিজ সূত্র দ্বারা উর্দ্ধে যায়) অগ্নেঃ যথা ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি (অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র কণাসকল যেমন উত্থিত হয়) এবমেব অস্মাৎ (সেইরূপ এই আত্মা হইতে) সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি (সমস্ত ইন্দ্রিয়, ভোগস্থান, দেবতা, ও প্রাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে) তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ ইতি (ইহার রহস্য নাম সত্যের সত্য) প্রাণাঃ বৈ সত্যং (প্রাণ সকল সত্য) এষঃ তেষাং সত্যম্ (ইহা উহাদের অপেক্ষাও সত্য)

মাকড়শা যেমন নিজ তন্তু দ্বারা উর্দ্ধে যায়, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র আগ্নেয় কণাসকল উত্থিত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগস্থান-দেবতা ও প্রাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহার রহস্য নাম সত্যের সত্য। প্রাণ সকল সত্য ; (এই আত্মা) তাহাদের অপেক্ষাও সত্য।

১১১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ; আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।

অরে মৈত্রেয়ি আত্মা বৈ দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ (ওরে মৈত্রেয়ি আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও ধ্যান করিবে) অরে মৈত্রেয়ি

আত্মনঃ দর্শনেন শ্রবণেন মত্যাবিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতং (ওরে মৈত্রেয়ি এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও ধ্যান করিলেই সমস্তই জানা হইয়া যায়)

হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও ধ্যান করিলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়।

২৭৪। অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকাঃ
দেবা অদেবাঃ বেদা অবেদাঃ অত্র স্তেনোঽস্তেনো
ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহাচাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ
পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽ-
তাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন
তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

অত্র পিতা অপিতা মাতা অমাতা লোকাঃ অলোকাঃ দেবাঃ অদেবাঃ বেদাঃ অবেদাঃ (সে সময় পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, লোকসকলের লোকত্ব, দেবতাদের দেবত্ব, বেদ সকলের বেদত্ব থাকে না) অত্র স্তেনঃ অস্তেনঃ ভ্রূণহা অভ্রূণহা চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ শ্রমণঃ অশ্রমণঃ তাপসঃ অতাপসঃ (তখন চোর অচোর, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কসজাতি, অপৌল্কস, পরিব্রাজক অপরিব্রাজক, বানপ্রস্থ অবানপ্রস্থ হয়) পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন অনন্বাগতং তদা হি হৃদয়স্য সর্ব্বান্ শোকান্ তীর্ণঃ ভবতি (তখন সমস্ত পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ মুক্ত হয়)

এই সময় পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ, চোর অচোর, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস

অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, বানপ্রস্থ অবানপ্রস্থ হয়। পুণ্য পাপের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া হৃদয়ের সমস্ত শোক উত্তীর্ণ হয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

২।১৭। যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সু যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু আবিবেশ (যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে আবিষ্ট রহিয়াছেন) যঃ বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ (যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন) তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ (সেই দেবতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি)

যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, এমন কি সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

৩।৮। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত—
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥

অহং তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণং মহান্তং এতং পুরুষং বেদ (আমি অজ্ঞানের অতীত, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বব্যাপী এই আত্মাকে জানি) তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অত্যেতি (তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করা যায়) অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে (মুক্তিলাভের অপর উপায় নাই।

আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত, আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়), সর্ব্বব্যাপী এই আত্মাকে জানি। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মোক্ষলাভের অপর উপায় নাই।

৩।১৬। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

৩।১৭। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥

তৎ সর্ব্বতঃ পাণি পাদং সর্ব্বতঃ অক্ষি শিরঃ মুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (তাঁহার সর্ব্বত্র হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ) লোকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি (সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন) সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিমতং (সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানযুক্ত) সর্ব্বস্য প্রভুং ঈশানং সর্ব্বস্য বৃহৎ শরণং (সকলের কর্ত্তা, শাসক ও মহৎ আশ্রয়)।

তাঁহার সর্ব্বত্রই হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক মুখ ও কর্ণ। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন এবং তিনি সকলের কর্ত্তা, শাসক ও মহৎ আশ্রয়।

৪।৩ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমারঃ উত বা কুমারী (তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী) ত্বং জীর্ণঃ দণ্ডেন বঞ্চসি (তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টির সাহায্যে ভ্রমণ কর) ত্বং বিশ্বতোমুখঃ জাতঃ ভবসি (তুমিই সর্ব্বরূপে জাত হও)

তুমিই স্ত্রী. তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টির সাহায্যে ভ্রমণ কর। তুমিই সর্ব্বরূপে জন্মগ্রহণ কর।

৬।৭ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং (তিনি লোকপালগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) তং দেবতানাং চ পরমং দৈবতং (তিনি দেবতাদিগেরও পরম দেবতা) পতীনাং পরমং পতিং (প্রজাপতিগণের শ্রেষ্ঠপতি) পরস্তাৎ ঈড্যং ভুবনেশং তং দেবং বিদাম (অক্ষর হইতেও বন্দনীয় জগৎপতি সেই দেবকে জানি)

তিনি লোকপালদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু। দেবতাদিগের পরম দেবতা। প্রজাপতিগণের শ্রেষ্ঠ পতি। অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও বন্দনীয়। জগৎপতি সেই স্তুতিযোগ্য দেবকে আমরা জানি।

৬।১১ একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নস্থিত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা) কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বভূতের আশ্রয়) সাক্ষী চেতা কেবলঃ নির্গুণঃ চ একঃ দেবঃ (দ্রষ্টা- চৈতন্যময় উপাধি ও গুণবর্জ্জিত একমাত্র দেবতা)।

সমস্তভূতে প্রচ্ছন্নস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্ম্মফলদাতা অধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাশ্রয়, দ্রষ্টা, চৈতন্যস্বরূপ, উপাধি ও গুণবর্জ্জিত একমাত্র দেবতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

২।২০ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

এই আত্মা কখন জন্মায় না কখন মরে না। ইহা উৎপন্ন হইয়া আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ইহা জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ, বিকারশূন্য ও অপরিণামী। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

২।২২ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর গ্রহণ করেন।

২।৬২ ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥

২।৬৩ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে অবিবেক,

অবিবেক হইতে বিস্মরণ, বিস্মরণ হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটে; এবং বুদ্ধিনাশ হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

২।৭১ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যে পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য ও অহঙ্কার-শূন্য হইতে পারেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন।

৩।৪ ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

পুরুষ কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ভাব প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

৩।৮ নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

তুমি নিত্য কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল। কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহিত হইবে না'।

৩।১৭ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই।

৩।১৮ নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহকশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

এ জগতে তাঁহার এমন কোন প্রয়োজন নাই, যাহা তিনি কর্ম্ম দ্বারা

লাভ করিবেন এবং কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই। আর সকল প্রাণীতেই তাঁহার কোন প্রয়োজন-সম্বন্ধও নাই।

৩।৩৫ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেয়ান্। স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণকর; কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল।

৪।৭ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে ভারত! যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।

৪।৮ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদিগের রক্ষার জন্য, পাপীদিগের বিনাশের জন্য, এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৪।১১ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে পার্থ! যে, যেভাবে আমার উপাসনা করে, আমি সেইভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সকলেই আমার প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

৪।২৪ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা॥

আহুতি ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম—এইরূপ কর্ম্মে ব্রহ্মবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

৫।১৮ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বিদ্যা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণে গরুতে, হাতিতে কুকুরে ও চণ্ডালে সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৫।২২ যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

হে কৌন্তেয়! যে ভোগ সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংস্পর্শে উৎপন্ন, তাহার পরিণাম দুঃখ, এবং আদি-অন্তবিশিষ্ট বলিয়া তাহারা ক্ষণস্থায়ী সে কারণ পণ্ডিতগণ তাহাতে সুখবোধ করেন না।

৫।২৪ যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথাঽন্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥

যাঁহার অন্তরাত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই প্রীতি, আত্মাতেই জ্যোতির্দৃষ্টি সেই যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।

৫।২৯ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া শান্তিলাভ করে।

৬।৩ আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার প্রধান সাধন; আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, কর্ম্ম-সন্ন্যাসই তাঁহার প্রধান সাধন।

৬।১০ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

যোগী সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে একাকী দেহ ও চিত্ত সংযমপূর্ব্বক নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে সমাহিত করিবেন।

৬।২৫ শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যাধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করিবে, এবং উহা আত্মাতে নিহিত করিয়া কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না।

৬।২৬ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

অস্থির চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মারই বশীভূত করিবে।

৬।২৯ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন।

৭।৭ মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই; সূত্রে গ্রথিত মণি-সমূহের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

৭।১৪ দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তিতে॥

এই অলৌকিক ত্রিগুণময়ী আমার মায়া দুরতিক্রমনীয়া। যিনি আমার শরণাগত হন, কেবলমাত্র তিনিই ইহা অতিক্রম করেন।

৭।১৯ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্ভঃ॥

বহু জন্মের পর জ্ঞানী পুরুষ "সমস্তই বাসুদেব" এইরূপ উপলব্ধি করেন। এরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্ভ।

৮।৬ যং যং বাপিস্মরন্ ভাবংত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাব ভাবিতঃ॥

হে কৌন্তেয়! অন্তকালে যে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, সর্ব্বদা তদ্ভাবাপন্ন হওয়ায় সেই সেই ভাবের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

৮।১৩ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

("ওঁ") এই একাক্ষর ব্রহ্মনাম উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।

৮।১৪ অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

হে পার্থ! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা একান্তমনে আজীবন আমাকেই চিন্তা করেন, সেই সমাহিত-চিত্ত পুরুষের পক্ষে আমি সুলভ।

৯।২৭ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যে অনুষ্ঠান কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, এবং যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

৯।৩৪ মন্মনাভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসিযুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

মদ্‌গত-চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজা ও নমস্কার পরায়ণ হও। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে আমাকে লাভ করিবে।

১০।২০ অমহাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই; এবং আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় স্বরূপ।

১০।৩৯ যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের মূল কারণও আমি; আমা ব্যতীত যাহা হইতে পারে এরূপ স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তু নাই।

১০।৪১ যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্ ॥

যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শোভাযুক্ত ও প্রভাবযুক্ত পদার্থ, তৎসমস্তই আমার তেজোংশজাত জানিবে।

১১।৫৫ মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি মদর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, মৎপরায়ণ, আমার ভক্ত, আসক্তিহীন ও সর্ব্বভূতের অবিরোধী, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

১২।৮ ময্যেব মনআধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই নিঃসন্দেহে স্থিতি করিবে।

১২।১৩ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥

সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষ রহিত, মৈত্রী ভাবাপন্ন, করুণাবান্, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, সুখে, দুঃখে সমচিত্ত ও ক্ষমাশীল এবংবিধ ব্যক্তি আমার ভক্ত ও প্রিয়।

১২।১৪ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত, সংযত স্বভাব, অটল বিশ্বাসী আমাতে যাঁহার মন, বুদ্ধি সমর্পিত ও আমার ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়।

১২।১৫ যস্মান্নোদ্বিজতেলোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

যাঁহা হইতে কোন লোক উদ্বিগ্ন বা সন্তপ্ত হয় না, বা অন্যলোক হইতেও যিনি সন্তপ্ত হন না, এবং হর্ষ-অসহিষ্ণুতা-ভয়-উদ্বেগমুক্ত তিনিই আমার প্রিয়।

১২।১৬ অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সম্পূর্ণ নিষ্কাম, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচযুক্ত পটু, পক্ষপাতশূন্য, সন্তুষ্টচিত্ত, সকামকর্ম্মত্যাগী যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।

১২।১৭ যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, শুভাশুভ কর্ম্মত্যাগী সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

১২।১৮ সমঃশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥

যাঁহার শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান ও যিনি সঙ্গ রহিত।

১২।১৯ তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥

নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান সম্পন্ন, মৌনী, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহবর্জ্জিত, দৃঢ়চিত্ত ও ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়।

১২।২০ যেতুধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মামৃতের সেবা করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অতীব প্রিয়।

১৩।৮ অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার শূন্যতা, পরপীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সদাচার, স্থিরতা, আত্মসংযম।

১৩।৯ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে অনাস্থা, নিরহঙ্কার, জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা।

১৩।১০ অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

পুত্র স্ত্রী ও গৃহাদিতে অনাসক্তি, ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত না হওয়া, সুখে দুঃখে সমচিত্ততা।

১৩।১১ ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥

আমার প্রতি একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক ভক্তি, নির্জ্জন বাস, ও জনসমাজে বিরাগ।

১৩।১২ অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ আলোচনা এই সমস্তকে জ্ঞান বলা হয়; ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

১৬।১ অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥

অভীরুতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), তপস্যা, সরলতা।

১৬।২ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, জীবদয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা।

১৬।৩ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

হে ভারত! তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুচিতা, অবিরোধ, অভিমানশূন্যতা, এই সমস্ত গুণ দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

১৬।৪ দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান এই সমস্ত দোষ আসুরী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

১৬।২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার ও আত্মনাশক। এই জন্য অতি অবশ্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে।

১৬।২৩ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

যিনি শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ হয় না।

১৬।২৪ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥

সেইজন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অবগত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

১৭।১৪ দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞগণের সেবা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও হিংসা বর্জ্জন এইগুলি শারীরিক তপস্যা।

১৭।১৫ অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনংচৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়, হিত বাক্য কথন, বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা।

১৭।১৬ মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে ॥

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব, আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি—এই সমস্ত মানস তপস্যা।

১৮।৪৬ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি এবং যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত, মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

১৮।৫১ বুদ্ধ্যাবিশুদ্ধয়াযুক্তোধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌব্যুদস্য চ॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ও ধৈর্য্যদ্বারা আত্মসংযম করিয়া ভোগলিপ্সা ও রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া।

১৮।৫২ বিবিক্তসেবীলঘ্বাশী যত বাক্কায় মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

নির্জ্জনবাসী, পরিমিতাহারী, শরীর-বাক্য-মনঃসংযমী, ধ্যানযোগপরায়ণ ও বৈরাগ্যবান্।

১৮।৫৩ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য ও শান্ত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়।

১৮।৫৪ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

ব্রহ্মভাবাপন্ন, প্রসন্নচিত্ত, শোক ও আকাঙ্ক্ষাহীন, সমদর্শী ব্যক্তি পরমা মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

১৮।৫৫ ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ।
তেতো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

ভক্তিদ্বারা আমি তত্ত্বতঃ যৎপরিমাণ ও যদ্রূপ তাহা জানিতে পারেন। অবশেষে তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া আমার সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হন।

১৮।৬১ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, এবং মায়াদ্বারা সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন।

১৮।৬২ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুগ্রহে পরমাশান্তি ও নিত্যপদ লাভ করিবে।

১৮।৬৬ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পুণ্য ও পাপমুক্ত করিব—শোক করিও না।

মনুসংহিতা

১।৮৬ তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে ॥

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম।

১।৯৬ ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥

ভূত সকলের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ। প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

১।৯৭ ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান্দিগের মধ্যে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্যবুদ্ধিযুক্ত শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১।১০৮ আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥

শ্রুতিস্মৃতি বিহিত আচার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা আচার পালন করিবেন।

১।১০৯ আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

আচারহীন ব্রাহ্মণ বৈদিক কর্ম্মের ফল পান না। কিন্তু সদাচারী সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকেন।

২।১২ বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটিকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলা হয়।

২।৬৭ বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া।

স্ত্রীগণের বিবাহ বিধিই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। স্বামি-সেবা গুরুগৃহে বাস তুল্য। গৃহকর্ম্মই হোমস্বরূপ।

২।৯৩ ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥

ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যাসক্তিতেই মনুষ্য পাপভাগী হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

২।৯৪ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয়।

২।১০০ বশেকৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥

ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে সংযত করিয়া শরীরকে ক্লেশ না দিয়া সমাহিত হইয়া সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবে।

২।১৪৫ উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥

দশজন উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য, একশত আচার্য্য হইতে পিতা, আর এক সহস্র পিতা হইতে মাতা গৌরবে অধিক।

২।১৬২ সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥

ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় বোধ করিবেন এবং অপমানকে অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

২।২১৫ মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি ॥

মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিতও পুরুষ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না। প্রবল ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীকেও আকর্ষণ করে।

২।২২৬ আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতামূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যামূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥

আচার্য্যকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, পিতাকে ব্রহ্মা, মাতাকে পৃথিবী ও ভ্রাতাকে আত্মস্বরূপ মনে করিবে।

২।২২৭ যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

মনুষ্যের জন্মকালে মাতাপিতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও তাহার পরিশোধ করা সম্ভব হয় না।

২।২২৮ তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষুতুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥

সর্ব্বদা পিতামাতা ও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য করিবে। যেহেতু ইঁহারা তিনজন তুষ্ট থাকিলে সমস্ত তপস্যা সম্পাদন করা হয়।

২।২২৯ তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥

এই তিনজনের সেবাই পরম তপস্যা। ইঁহাদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবে না।

২।২৩০ ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥

ইঁহারাই (মূর্ত্তিমান্) তিন লোক, ইঁহারাই তিন আশ্রম। ইঁহারাই (সাক্ষাৎ) তিন বেদ, ইঁহারাই তিন অগ্নি।

২।২৩৪ সর্ব্বেতস্যাদৃতাধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যিনি ইহাঁদের তিনজনের সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্ম পালন করা হয়। আর যিনি ইহাঁদের সমাদর করেন না, তাঁহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

৩।৫৬ যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যেখানে নারীগণ পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। আর যেখানে তাঁহারা অনাদৃতা হন, সেখানকার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হয়।

৩।৬০ সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্॥

যে কুলে স্ত্রীদ্বারা স্বামী ও স্বামী দ্বারা স্ত্রী নিত্য সন্তুষ্ট হন, সে কুলের নিশ্চয়ই কল্যাণ হইয়া থাকে।

৩।১১৭ দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বাততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ॥

দেবতা, ঋষি, মনুষ্য (অর্থাৎ অতিথি) পিতৃগণ ও গৃহ দেবতার পূজা করিয়া সর্ব্বশেষ গৃহী ভোজন করিবেন।

৪।১২ সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষ দুঃখের মূল। সুতরাং সুখার্থীব্যক্তি সন্তোষকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া সংযত হইবেন।

৪।১৪ বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধিকুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

অনলস হইয়া নিত্য বেদবিহিত নিজ ধর্ম্ম পালন করিবে, যথাশক্তি তাহা করিলেই পরমপদ লাভ হয়।

৪।৯২ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চতন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেবচ ॥

রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইবে। ধর্ম্ম অর্থ ও তজ্জন্য কায় ক্লেশের বিষয় ও বেদের তত্ত্বার্থ (কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের সারার্থ) চিন্তা করিবে।

৪।১৩৭ নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাম্ ॥

পূর্ব্বের নির্ধনতা হেতু আপনার অপমান করিও না। যাবজ্জীবন শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইহাকে দুর্লভ মনে করিও না।

৪।১৩৮ সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

সত্যকথা বলিবে ও প্রিয়কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না। এবং প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

৪।১৫৭ দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ ॥

আচারহীন ব্যক্তি সমাজে নিন্দিত হয়, দুঃখ পায়, রোগ ভোগ করে ও অকাল মৃত্যুগ্রস্ত হয়।

৪।১৫৯ যদ্যৎ পরবশংকর্ম্ম তত্তদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥

যে সকল কার্য্যে অন্যের সাহায্য আবশ্যক, সযত্নে তাহা বর্জ্জন করিবে; এবং যে সকল কার্য্য স্বাধীনভাবে করিতে পারিবে, তাহাই যত্নের সহিত সম্পাদন করিবে।

৪।১৬০ সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

পরাধীনতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ, সংক্ষেপে ইহাই সুখদুঃখের লক্ষণ জানিও।

৪।১৬১ যৎকর্ম্মকুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

যে কার্য্য করিলে অন্তরাত্মার তৃপ্তি হয় সেইরূপ কার্য্যই প্রযত্ন সহকারে করিবে। ইহার বিপরীত পরিত্যাগ করিবে।

৪।১৬৩ নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা ও দেবতার কুৎসা, দ্বেষ (পরের অপকারের ইচ্ছা), দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্য বর্জ্জন করিবে।

৪।১৭১ নসীদন্নপিধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥

ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবসন্ন হইলেও কখন অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিও না; যেহেতু অধার্ম্মিক পাপীদের শীঘ্রই অবস্থান্তর দেখা যায়।

৪।১৭৮ যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেনগচ্ছন্ন রিষ্যতে॥

যে পথে পিতা পিতামহ গিয়াছেন, সেই সৎপথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইবে না।

৪।১৮৬ প্রতিগ্রহ সমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি ॥

দান গ্রহণে সমর্থ ব্যক্তিও তাহাতে প্রবৃত্তি করিবে না। যেহেতু উহা-দ্বারা ব্রহ্মতেজ অতি শীঘ্র নষ্ট হয়।

৪।২৩৭ যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৲

মিথ্যাদ্বারা যজ্ঞফল নষ্ট হয়। বিস্ময় দ্বারা তপস্যা নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা দ্বারা আয়ুঃক্ষয় হয়, ও প্রচার দ্বারা দান (ফল) নষ্ট হয়।

৪।২৩৮ ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোক সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥

পুত্তিকারা যেরূপ অল্প অল্প করিয়া বল্মীক নির্ম্মাণ করে পরলোকের সাহায্যার্থ কোন জীবকে ক্লেশ না দিয়া (নিত্যই) কিছু কিছু ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।

৪।২৩৯ নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই পরলোকে সাহায্যার্থ অবস্থিতি করেন না। একমাত্র ধর্ম্মই (পরলোকে সাহায্য করিতে) অবস্থিত আছেন।

৪।২৪০ একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥

জীব একাই জন্মে, একাই মরে, একাই সুকৃত, দুষ্কৃত ভোগ করে।

৪।২৪১ মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥

বান্ধবেরা কাষ্ঠ ও মৃৎখণ্ডের ন্যায় মৃতদেহ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিমুখ হইয়া চলিয়া যান। একমাত্র ধর্ম্মই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করেন।

৪।২৪২ তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥

সেই জন্য (পরলোকের) সাহায্যকারী ধর্ম্ম প্রতিদিন যথাশক্তি সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্মের সাহায্যেই দুস্তর অন্ধকারময় (নরক) পার হওয়া যায়।

৪।২৪৩ ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ ও (দৈবাৎ তাঁহার পাপোৎপত্তি হইলে) তপস্যা দ্বারা ক্ষয়িত পাপ, ব্রহ্মীভূত শরীরধারী পুরুষকে (ধর্ম্মই) দেদীপ্যমান পরলোকে লইয়া যায়।

৪।২৫৭ মহর্ষি পিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ ॥

যথাশাস্ত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক পুত্রের উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া উদাসীনভাবে বাস করিবে।

৪।২৫৮ একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥

সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে একাকী আত্মহিত চিন্তা করিবে। তাহা হইলে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

৫।৪ অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥

বেদ পাঠ না করিলে, সদাচার ত্যাগ করিলে, আলস্য বশতঃ (নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিলে) ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে মৃত্যু বিপ্রগণকে হিংসা করে (অর্থাৎ তাঁহারা অল্পায়ুঃ হন)।

৫।১৪৭ বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, যুবতীই হউক আর বৃদ্ধাই হউক গৃহেও কোন কর্ম্ম স্বাধীনভাবে করিবে না।

৫।১৪৮ বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥

স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও স্বামী গত হইলে পুত্রের অধীন হইবেন ; কখন স্বাধীন হইবেন না।

৫।১৪৯ পিত্রাভর্ত্ত্রাসুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যেকুর্য্যাদুভে কুলে ॥

স্ত্রীলোক পিতা, স্বামী বা পুত্র হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ইহাতে পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয় কুলকেই নারী নিন্দাভাগী করিয়া থাকেন।

৫।১৫০ সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্ত হস্তয়া ॥

স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহ কর্ম্মে দক্ষ হইবেন ; গৃহ সামগ্রী পরিষ্কার রাখিবেন এবং ব্যয় বিষয়ে মুক্ত হস্ত হইবেন না।

৫।১৫১ যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

পিতা বা পিতার অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিবেন স্ত্রী সেই (স্বামীর) আজীবন সেবা করিবেন এবং স্বামী মৃত হইলেও তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।

৫।১৫৪ বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥

স্বামী অসদাচারী, ব্যভিচারী ও গুণহীন হইলেও স্বাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে দেবতার ন্যায় সেবা করিবেন।

৫।১৫৫ নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

(স্বামীর সাহচর্য্য ব্যতীত) স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস নাই। একমাত্র স্বামি সেবাই (তাঁহাদের ধর্ম্ম) উহা দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গলাভ করেন।

৬।২ গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

গৃহস্থ যখন নিজ গাত্র-চর্ম্ম শিথিল ও কেশ পক্ক হইয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে দেখিবেন, তখন তাঁহার বানপ্রস্থ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

৬।৮ স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥

নিত্য বেদপাঠ করিবে, জিতেন্দ্রিয়, গর্ব্বরহিত (অথবা দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) হইবে, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে, সংযতচিত্ত হইবে, দানশীল, প্রতিগ্রহবর্জ্জিত ও সকলের প্রতি দয়াভাবযুক্ত হইবে।

৬।৪০ যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥

যে ব্রাহ্মণ হইতে কোন প্রাণিই অণুমাত্র ভয় পায় না, মৃত্যুর পর তাঁহাকেও কোন প্রকার ভয় পাইতে হয় না।

৬।৪৭ অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥

শাস্ত্র বিরোধী বচন কেহ বলিলে তাহা ক্ষমা করিবে। কাহাকেও অপমান করিও না। এই (ক্ষণভঙ্গুর) দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিও না।

৬।৭৬ অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংস শোণিত লেপনম্ ।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥

৬।৭৭ জরাশোক সমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥

অস্থিদ্বারা অবষ্টব্ধ (হাড়ের কাঠামো), স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ, মাংস ও রক্তে লিপ্ত, চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, ও মূত্রপুরীষে পূর্ণ দুর্গন্ধি, জরাশোকযুক্ত, ব্যাধিমন্দির, রজোগুণবিশিষ্ট, (পাঞ্চ) ভৌতিক, ক্ষুৎপিপাসা-শীতোষ্ণাদিতে কাতর এই অনিত্য (দেহ) ত্যাগ করিবে।

৬।৯২ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

৭।২০৫ সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈব মানুষে।
তয়োর্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া॥

দৈব ও পুরুষকার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে দৈব মনুষ্যের চিন্তার অতীত; সুতরাং পুরুষকার দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

৮।১৫ ধর্ম্ম এব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোঽবধীৎ॥

ধর্ম্ম হত হইলে (তাঁহার হত্যাকারীকে) হনন করেন এবং রক্ষিত হইলে (রক্ষাকারীকে) রক্ষা করেন। অতএব কথনও ধর্ম্মকে হনন করিও না। (অস্মৎ কর্তৃক) হত ধর্ম্ম যেন আমাদিগকে বধ না করেন। [অথবা—ধর্ম্ম যেন হত হইয়া না বধ করেন—ইহাতে দৃষ্টি রাখিও।]

৮।৩১৭ অন্নাদে ভ্রূণহামার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্॥

ভ্রূণহত্যাকারীর পাপ তাহার অন্ন ভক্ষকে সংক্রামিত হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে, শিষ্যের পাপ গুরুতে, যাজ্যের যাজকে এবং চোরের পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়।

৯।২৬ প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥

স্ত্রীদ্বারা সন্তান লাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা অতিশয় মঙ্গলকারক, সম্মানযোগ্য ও গৃহের শোভাজনক। এমন কি গৃহে স্ত্রী ও শ্রী উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

৯।২৭ উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী-নিবন্ধনম্॥

সন্তান উৎপাদন ও তাহাদের লালন পালন এবং প্রতি দিন গৃহস্থধর্ম্ম পালনের পক্ষে স্ত্রীই সাক্ষাৎ কারণ।

৯।২৮ অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃ্ণামাত্মনশ্চহ॥

সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা, উত্তম রতি এবং (পিণ্ডদাতা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা) আপনার ও পিতৃগণের স্বর্গাদি, সমস্তই পত্নীর অধীন। (অর্থাৎ এ সকলের মূল কারণই পত্নী।)

৯।৮৮ উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি॥

উৎকৃষ্ট, সুরূপ, সমান জাতীয় বর পাইলে (কন্যা) বিবাহযোগ্যা না হইলেও এরূপ (পাত্রে) যথাবিধি সম্প্রদান করিবে।

৯।৮৯ কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে সেও বরং ভাল, তথাপি তাহাকে কোন গুণহীন (পাত্রে) কদাপি সম্প্রদান করিবে না।

১১।৯ শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥

যে (দান) সমর্থব্যক্তি স্বজন দুঃখার্ত্ত থাকা সত্ত্বেও পরজনে (যশের

জন্য) দান করিয়া থাকেন, তিনি আপাতমধুর কিন্তু (পরিণামে) বিষাস্বাদযুক্ত—ধর্ম্মের আকারযুক্ত (প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশীল নহেন—পাপী)।

১১।৫৫ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃসহ ॥

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী গমন এবং ইহাদের সংসর্গ এই কয়টি মহাপাতক। (এস্থলে—গুরু-শব্দের অর্থ পিতা—গুর্ব্বঙ্গনা—মাতা অথবা বিমাতা।)

১১।২৩১ কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥

পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর এরূপ করিব না এরূপ নিবৃত্তির (দৃঢ় সঙ্কল্প হইলে) পবিত্র হয়।

১২।১০ বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥

বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, ও কায়দণ্ড—এই তিন দণ্ড (অর্থাৎ দমন প্রক্রিয়া) যাঁহার বুদ্ধিতে নিহিত (অর্থাৎ যিনি সৎসঙ্কল্পযুক্ত ও প্রতিষিদ্ধব্যাপার-ত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প) তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

১২।৯১ সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥

যিনি সর্ব্বভূতের (অধিষ্ঠানরূপে) আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত (অধিষ্ঠিত—এরূপ) দর্শন করেন, সেই সমদর্শী আত্মোপাসক স্বারাজ্য (মোক্ষ) লাভ করেন।

১২।১০৫ প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চবিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

যাঁহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) অনুমান (স্মৃতি) ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র অবগত হইবেন।

১২।১০৬ আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাঽবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥

বেদের অবিরোধী (বেদানুকূল) তর্কদ্বারা যিনি বেদ ও স্মৃতির বিচার-পূর্ব্বক তত্ত্বানুসন্ধান (করেন) তিনিই ধর্ম্ম জানেন, অপরে নহে।

সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ:

১৭। ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ইতি কথ্যতে॥

ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সমস্তই অনিত্য, এই জ্ঞানই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক।

২৩। ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ তদ্ বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে॥

ঐহিক ও পারলৌকিক সকল (ভোগ্য) বিষয়ই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত সে সমস্ত বিষয়ে যে নিস্পৃহতা ও তুচ্ছ বুদ্ধি উদিত হয়, তাহাই বৈরাগ্য।

৯৬। এক বৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়ত স্থিতিঃ।
শম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শম লক্ষণ বেদিভিঃ॥

ধ্যেয় বস্তুতে একাকার বৃত্তিদ্বারা চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম। শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

১৩০। তত্তদ্‌বৃত্তি নিরোধেন বাহ্যেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
যোগিনো দম ইত্যাহুর্মনসঃ শান্তিসাধনম্॥

স্ব স্ব বৃত্তি নিরোধ দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের যে সম্যঙ্‌নিগ্রহ যোগিগণ তাহাকেই মনের শান্তি বিধানের উপায়স্বরূপ দম বলিয়া থাকেন।

১৩৮। আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখং প্রাপ্তং প্রারব্ধ বেগতঃ।
অচিন্তয়া তৎ সহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে॥

প্রারব্ধবশে আধ্যাত্মিকাদি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনই তিতিক্ষা।

১৫২। সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।
বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতঃ॥

(স্বর্গাদি ভোগ্য বিষয়ের) সাধন বলিয়া (শাস্ত্র) বিহিত সমস্ত কর্ম্মেরই বিধি-পূর্ব্বক যে ত্যাগ তাহাই সন্ন্যাস ; এইরূপ সাধুগণের অভিমত।

২১২। গুরু বেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্যা নিশ্চয়াত্মিকা।
সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধা নিদানং মুক্তি সিদ্ধয়ে॥

গুরু ও বেদান্ত-বাক্য সত্য এইরূপ যে নিশ্চয় জ্ঞান তাহাই শ্রদ্ধা এবং ইহাই মুক্তিলাভের মূল কারণ।

২২০। শ্রুত্যুক্তার্থবগাহায় বিদুষা জ্ঞেয় বস্তুনি।
চিত্তস্য সম্যগাধানং সমাধানমিতীর্য্যতে॥

শ্রুতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা (ভাল করিয়া) বুঝিবার জন্য সেই জ্ঞেয় বস্তুতে চিত্তের যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সমাধান অর্থাৎ সমাধি বলেন।

২২৮। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি।
সংসার পাশ বন্ধং তৎ মুমুক্ষুত্বং নিগদ্যতে॥

জীব ও ব্রহ্ম একই, এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি যে সংসার পাশ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন তাহাই মুমুক্ষুত্ব।

২৯৯। বস্তুন্যবস্ত্বারোপো যঃ সোঽধ্যারোপ ইতীর্য্যতে।
অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ সর্পত্বারোপণং যথা ॥

(সত্য) বস্তুতে (মিথ্যা) বস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে, যেমন অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে সর্পত্ব ধর্ম্মের আরোপ।

৩০১। তৎ কারণং যদজ্ঞানং সকার্য্যং সদ্‌বিলক্ষণম্‌।
অবস্ত্বিত্যুচ্যতে সদ্ভির্যস্য বাধা প্রদৃশ্যতে ॥

(যাহা সকল দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ ও নিখিল জগৎ যাহার কার্য্য) ও যাহার বাধা দৃষ্ট হয়, সেই কারণভূত, সকার্য্য, সদ্‌ (ব্রহ্ম) হইতে ভিন্ন অজ্ঞানই অবস্তু বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।

৩১২। মায়োপহিত চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ববৃংহিতম্‌।
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণম্‌।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তমীশ ইত্যপি গীয়তে ॥

মায়া যাঁহার উপাধি, যিনি চিদাভাস সমন্বিত, সত্ত্বগুণ বহুল, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবান্‌ এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ সেই (মায়োপহিত) চৈতন্য —অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও ঈশ বলিয়া গীত হইয়া থাকেন।

৩২০-২১। চৈতন্যং ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।
সাভাসং ব্যষ্ট্যুপহিতং সত্তাদাত্ম্যেন তদ্‌গুণৈঃ ॥
অভিভূতঃ স এবাত্মা জীব ইত্যভিধীয়তে।
কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বানীশ্বরত্ব সংসারিত্বাদি ধর্ম্মবান্‌ ॥

(ঈশ্বর = শুদ্ধ চৈতন্য + সমষ্টি মায়া উপাধি। প্রত্যগাত্মা = শুদ্ধ চৈতন্য + ব্যষ্টি অজ্ঞান বা অবিদ্যা উপাধি। আভাস বা চিদাভাস—ব্যষ্টি অজ্ঞানের

কার্য্য বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্য)। (এই প্রত্যগাত্মাই (বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত) চিদাভাস সমন্বিত হইলে 'জীব' নাম ধারণ করেন)। ব্যষ্টি উপাধি দ্বারা উপহিত বা ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রত্যগাত্মা বলিয়া কার্ত্তিত হয় (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা কেবলমাত্র ব্যষ্টি উপাধিরূপ অজ্ঞান দ্বারা উপহিত)।

ব্যষ্টি (অন্তঃকরণোপাধি দ্বারা) উপহিত ও (অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত) আভাসযুক্ত হইলে সৎ (অর্থাৎ জগৎকারণ ঈশ্বরের) সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ তদীয় (সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, অসংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বা) গুণদ্বারা অভিভূত হইলে সেই আত্মাই কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব (অল্পজ্ঞত্ব) অনীশ্বরত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব বলিয়া কথিত হন [ঈশ্বর সমষ্টি চৈতন্য, জীব ব্যষ্টি চৈতন্য। তাই ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীব অভিভূত।)

৪৫৮। অন্তঃকরণ তদ্‌বৃত্তি দ্রষ্টৃ নিত্যমবিক্রিয়ম্‌।
চৈতন্যং যত্তদাত্মেতি বুদ্ধ্যা বুধ্যস্ব সূক্ষ্ময়া ॥

অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ বৃত্তির সাক্ষী, নিত্য, বিকারশূন্য চৈতন্যই আত্মা। সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে অবগত হও।

৫১১। অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিস্তু জ্ঞানেনৈব ন কর্ম্মণা।
অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নৈবাজ্ঞানস্য বাধকম্‌ ॥

জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কর্ম্মের দ্বারা হয় না। অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কিছুমাত্র বিরোধ না থাকায় কর্ম্ম অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না।

৬৮১। বিবর্ত্তস্যাস্য জগতঃ সন্মাত্রত্বেন দর্শনম্।
অপবাদ ইতি প্রাহুরদ্বৈত ব্রহ্ম দর্শিনঃ॥

(ব্রহ্মের) বিবর্ত্ত জগৎকে সন্মাত্র (ব্রহ্ম) রূপে দর্শনকে অদ্বৈত ব্রহ্মদর্শিগণ অপবাদ বলিয়া থাকেন।

৮২৩। জ্ঞাত্রাদিভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞেয়মাত্র স্থিতির্দৃঢ়া।
মনসো নির্ব্বিকল্পঃ স্যাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ।

জ্ঞাতৃত্বাদি পরিত্যাগ পুরঃসর কেবলমাত্র জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বা যোগ বলে।

পরিশিষ্ট

১। প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে।

২। আত্মায় আত্মা (মন) সংযুক্ত করিবে।

৩। নিজ আত্মায় পূর্ণাত্মার ধ্যান করিবে।

৪। বাহ্য জগৎ আত্মময় ভাবনা করিবে।

৫। ক্ষণকালের জন্যও বিষয় চিন্তা করিবে না।

৬। অজিত আত্মাই বিনাশের কারণ।

৭। মনোবৃত্তির লয় বা মনের নিরুদ্ধ অবস্থাই মোক্ষ

৮। অজ্ঞান-মালিন্য পরিবর্জ্জিত আত্মাই ব্রহ্ম।